তামাকজাত দ্রব্যের (সিগারেট ও বিড়ি) খুচরা বিক্রয়মূল্যে জাতীয় বাজেটে মূল্য ও কর পরিবর্তনের প্রভাব নিরূপণে একটি সমীক্ষা

ভূমিকা

বিশ্বের যেসব দেশে স্বল্পমূল্যে তামাকজাতদ্রব্য পাওয়া যায় বাংলাদেশ তার অন্যতম। ফলে তরুণদের মধ্যে উদ্বেগজনকভাবে ধূমপায়ীর হার বাড়ছে। একইসঙ্গে তামাকজাত রোগের কারণে মানুষের মৃত্যুর হারও আগের তুলনায় আরো উর্ধ্বমুখী। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে, বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়াসহ তামাকজাত দ্রব্যে ডিডিটি, কার্বন মনোক্সাইড, আর্সেনিক, মিথানল, আলকাত্রা, নিকোটিনসহ ৪০০০ এর বেশি ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে, যার মধ্যে ৪৩টি সরাসরি ক্যান্সার সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত। সারাবিশ্বে ধূমপানের কারণে প্রতি ৬ সেকেন্ডে একজন এবং প্রতিবছর ৮২ লাখের বেশি মানুষ মারা যায়। যার মধ্যে ৭০ লাখ মানুষ সরাসরি তামাকপণ্য ব্যবহারের কারণে এবং ১২ লাখ মানুষ পরোক্ষভাবে ধূমপানে শিকার হয়ে মারা যায়। এর মধ্যে বাংলাদেশেই মারা যায় ১ লাখ ২৬ হাজার মানুষ। বর্তমানে বিশ্বের ১৩০ কোটি তামাক ব্যবহারকারীদের ৮০ শতাংশই নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশের। এর প্রধান কারণ এসব দেশে তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য খুবই কম।[১]

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ধূমপানের এ ভয়াবহতা বিবেচনায় নিয়ে আন্তর্জাতিক তামাক নিয়ন্ত্রণ চুক্তি ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) প্রণয়ন করে। এতে কার্যকরভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য সকল প্রকার প্রচারণা কার্যক্রম নিষিদ্ধ, সব ধরনের পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহন সম্পূর্ণ ধূমপানমুক্ত করা, সিগারেটসহ তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কীকরণ বাণী প্রদান, তামাক চাষীদের বিকল্প ফসল উৎপাদনে সক্রিয় সহযোগিতা এবং তামাকজাত দ্রব্যের উপর উচ্চহারে কর আরোপ ও মূল্য বৃদ্ধির প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এক গবেষণায় জানিয়েছে, ১০ শতাংশ মূল্য বৃদ্ধিতে ৪ কোটি ২০ লাখ মানুষ ধূমপান ত্যাগ করবে এবং বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে প্রায় ৯০ লাখ মানুষের জীবন রক্ষা হবে।

একইসঙ্গে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গবেষণাতেও প্রমাণ হয়েছে, তামাকজাত দ্রব্যের ওপর করবৃদ্ধি করলে রাজস্ব বাড়ার পাশপাশি একদিকে যেমন স্বাস্থ্যখাতে সরকারের ব্যয় কমে, তেমনি ধূমপানের হারও কমে আসে। এ চিত্র ইতোমধ্যেই অস্ট্রেলিয়া, থাইল্যান্ড, নরওয়ে, সিঙ্গাপুরসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে লক্ষ্য করা গেছে। ফলে প্রতিবছর নিয়মিতভাবে তামাকজাত দ্রব্যের ওপর উচ্চহারে কর আরোপ জরুরি হলেও বাংলাদেশে তা সম্ভব হচ্ছে না। এর প্রধান কারণ তামাকজাত দ্রব্যে সুনির্দিষ্ট করারোপ পদ্ধতি বাস্তবায়ন না হওয়া। সাদা পাতা, জর্দা, গুলসহ সকল তামাকজাত দ্রব্যকে করের আওতায় আনলে এবং বিড়ি-সিগারেটসহ সকল তামাকজাত দ্রব্যের ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণ করলে এর প্রভাব সরাসরি ভোক্তার ওপর পড়বে। যেটা দ্রুত বাস্তবায়ন করা জরুরি। একইসঙ্গে মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিবছর বিড়ি-সিগারেটসহ সকল তামাকের ওপর কর বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। পাশাপাশি প্রতিবছর তামাকজাত দ্রব্যের ওপর কর বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি নীতিমালাও প্রণয়ন করতে হবে।

প্রতিবছর বাংলাদেশে নামমাত্র তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য বাড়লেও সেটাতে লাভবান হয় কেবল তামাক কোম্পানি। উৎপাদন দ্বিগুণ হলে মুনাফা বাড়ে অন্তত ৫ গুণ।[২] ফলে ত্রুটিপূর্ণ ও জটিল তামাক কর কাঠামোর কারণে তামাক সংশ্লিষ্ট মৃত্যুর হার কমিয়ে নিয়ে আসতে পারছে না বাংলাদেশ। সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হলো, বিগত কয়েক বছরে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেলেও তামাকজাত দ্রব্যের দাম সে হারে বৃদ্ধি পায়নি। যেটা থেকে স্পষ্ট হয়, সস্তায় তামাকজাত দ্রব্য প্রাপ্তির কারণে মানুষের মধ্যে তামাক ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রতিবছর যে হারে তামাকজাত দ্রব্যের ওপর করারোপ করে থাকে সেটা তামাক ব্যবহার কমাতে যথেষ্ট নয়। বরং প্রচলিত চার স্তরভিত্তিক জটিল কর কাঠামো তামাক ব্যবহার না কমিয়ে মানুষকে অন্য তামাক পণ্য ব্যবহারে সহায়তা করছে। কিন্তু জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কোনোভাবেই তামাক বিরোধী সংগঠনগুলোর এসব অভিযোগ আমলে নেয় না। বরং তারা প্রতিবছরই তামাক কোম্পানির আনুকূল্যে তামাকে কর আরোপ করে আসছে। এহেন পরিস্থিতিতে প্রমাণ স্বরূপ বাস্তব চিত্র তুলে ধরার জন্য চলতি (২০২০-২১) অর্থবছরে যে হারে তামাকজাত পণ্যের দাম বাড়ানো হয়েছে খুচরা বাজার ও ভোক্তার ওপর তা কতোটা প্রভাব ফেলেছে সেটা জানা জরুরি। এ গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধারণত দুইটি এক. সাধারণ লক্ষ্য, দুই. সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য।

সাধারণ লক্ষ্য:

তামকজাত দ্রব্যের (সিগারেট ও বিড়ি) বাজার মূল্যে ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে মূল্য পরিবর্তনের প্রভাব নিরুপন।

সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য:

- বাজার মূল্যের ওপর বাজেটের প্রভাব অনুসন্ধান
- ঘোষিত বিক্রয় মূল্য ও প্রকৃত বিক্রয়মূল্যের ফারাক নিরূপন
- মূল্য বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণে তামাক কোম্পানীর কৌশল অনুসন্ধান।

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণাটি পরিমাণগত পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়েছে। স্বল্প সময়ে সারাদেশের মাঠ পর্যায় থেকে ব্যাপক আকারে তথ্য সংগ্রহ করা দুরহ বিষয় হওয়ায় বাংলাদেশের মোট আটটি প্রশাসনিক বিভাগের মধ্যে উদ্দেশ্যমূলকভাবে চারটি বিভাগকে বেছে নেয়া হয়েছে। এ চার বিভাগ হলো ঢাকা, বরিশাল, খুলনা ও ময়মনসিংহ। গবেষণার সুবিধার্থে আমরা প্রতিটি বিভাগ থেকে বিভাগীয় শহরসহ আরো ২টি জেলা শহরের খুচরা বিক্রয় কেন্দ্র বা পয়েন্ট অব সেল থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি। এক্ষেত্রে প্রতিটি শহর থেকে মোট চারটি খুচরা বিক্রয়কেন্দ্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। চারটি বিভাগের সদর জেলা ছাড়া অন্য দুটি জেলা শহর দৈবচয়নের ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে চারটি বিভাগ থেকে মোট ১২টি জেলার ৪৮টি বিক্রয়কেন্দ্রের খুচরা বিক্রয় কেন্দ্রের তথ্য নেয়া হয়েছে। তামাক আইনে সংজ্ঞায়িত পাবলিক প্লেস অনুযায়ী এসব খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রগুলো বেছে নেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রতিটি জেলা শহরের সদর হাসপাতাল, বাস স্ট্যান্ড, বাজার ও কোর্ট বা ডিসি অফিস এলাকার খুচরা বিক্রয়কেন্দ্র থেকে তথ্য নিয়ে এ গবেষণা সম্পন্ন করা হয়েছে।

সাহিত্য পর্যালোচনা

বাংলাদেশে সিগারেট উৎপাদনের জায়ান্ট প্রতিষ্ঠান ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানি (বিএটি)। যারা প্রতিবছর নানা কৌশলে তাদের ব্যবসা বাড়িয়েই চলেছে। সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখা গেছে, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে নানা কারণে প্রতিষ্ঠানটির ৩ শতাংশ উৎপাদন কম হয়। কিন্তু তারা ঠিকই তাদের মুনাফা তুলে নিয়েছে। কারণ উৎপাদন কম হলেও ওই বছর তাদের মুনাফা বেড়েছে ২৮ শতাংশ! ২০০৯ সালে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানিটির ২৪ হাজার ৭০১ মিলিয়ন স্টিক উৎপাদনের বিপরীতে মুনাফা ছিলো ২ হাজার মিলিয়ন টাকা। মাত্র ৯ বছর পর অর্থাৎ ২০১৮ সালে ৫১ মিলিয়ন স্টিক উৎপাদনের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটির মুনাফা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০ হাজার ১০ মিলিয়ন টাকা! যেটা সিগারেটে বহুস্তর বিশিষ্ট কর কাঠামোর কারণেই সম্ভব হয়েছে।[৩]

দেশের সিগারেটের বাজারের প্রায় ৭০ শতাংশের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে বহুজাতিক এ প্রতিষ্ঠানটির হাতে। শুধু বিএটি'র মাধ্যমেই ২০১৫ সাল থেকে সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাট বাবদ সরকারের রাজস্ব আয় বেড়েছে গড়ে ১৯ দশমিক ৫ শতাংশ হারে। ২০১৫ সালের তৃতীয় প্রান্তিক শেষে (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর) বিএটির সিগারেট বিক্রি থেকে সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাট বাবদ সরকারের রাজস্ব ছিল ৭ হাজার ৩৯৪ কোটি টাকা, যা চলতি বছরের একই সময়ে ১৬ হাজার ৩৬ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। এ সময় কোম্পানির নিট মুনাফা ৪৩৮ কোটি থেকে ৮৭২ কোটি টাকায় উন্নীত হয়। ২০১৫ সালের পর বিএটি বাংলাদেশের সিগারেট বিক্রি বেড়েছে ২৪ শতাংশ। যদিও সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাটের কারণে দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০১৭ সাল থেকে বিএটি বাংলাদেশের সিগারেট বিক্রির পরিমাণ কমেছে। কোম্পানিটির নিরীক্ষিত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা গেছে, ২০১৭ সালে বিএটি বাংলাদেশ দেশে ৫ হাজার ৩২০ কোটি স্টিক সিগারেট বিক্রি করে। ২০১৮ সালে বিক্রি কিছুটা কমে ৫ হাজার ১৪২ কোটি ৫০ লাখ স্টিকে নেমে আসে। আর ২০১৯ সালে সিগারেটের দাম আরও বাড়ায় বিক্রি নেমে আসে ৫ হাজার ৭৪ কোটি ৪০ লাখ স্টিকে। ২০১৭ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে সিগারেট বিক্রি প্রায় ৫ শতাংশ কমলেও নিট টার্নওভার বেড়েছে প্রায় সাড়ে ৯ শতাংশ।[৪]

চলতি বছরের ৯ মাসে জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে অভ্যন্তরীণ বাজারে সিগারেট বিক্রি ও রপ্তানি থেকে বিএটি বাংলাদেশের মোট আয় হয় ২০ হাজার ৩৮০ কোটি টাকা, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৪ দশমিক ৮৫ শতাংশ বেশি। এ সময়ে সিগারেট বিক্রি থেকে সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাট থেকে সরকারের রাজস্ব আয় হয়েছে ১৬ হাজার ৩৫ কোটি ৯৮ লাখ টাকা। এর ফলে সিগারেট বিক্রি থেকে বিএটি বাংলাদেশের নিট আয় দাঁড়ায় ৪ হাজার ৩৪৪ কোটি টাকা, যা আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে ৭ শতাংশ বেশি।[৫]

বাংলাদেশে প্রতিবছর বাজেটে কর বাড়ালেও সেটা তামাকপণ্য ব্যবহারে তেমন কোনো ভূমিকা রাখছে না। কারণ বর্তমানে দেশে প্রচলিত অ্যাডভেলরেম কর পদ্ধতি ও চার স্তর বিশিষ্ট বহুস্তরভিত্তিক কর কাঠামো মানুষকে সহজেই কম দামের তামাক পণ্য ব্যবহারে সহায়তা করছে। ফলে যখন কোনো তামাক পণ্যের দাম বাড়ানো হয় সহজেই অপেক্ষাকৃত কম মূল্যের পণ্য তারা গ্রহণ করতে পারে।

বিশ্ব ব্যাংকের এক গবেষণায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশের মানুষ যদি কার্যকরভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তবে ১৮.৭ ভাগ চাকরির সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। স্বাস্থ্যখাতে সরকার ও জনগণের যে অর্থ খরচ হয় তা কমে আসবে।[৬] অন্যদিকে ওয়ার্ক ফর বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট, হেলথ ব্রিজ ও মানবিক এর এক যৌথ গবেষণায় দেখা গেছে, তামাকের দাম বৃদ্ধি পেলে ৬০ ভাগ ধূমপায়ী পর্যায়ক্রমে তামাক ব্যবহার কমাবে এবং ২৮ ভাগ তামাক সেবন বন্ধ করবে।[৭]

ফলাফল/অভিসন্দর্ভ

তামাক বিরোধী সংগঠনগুলো দীর্ঘদিন ধরে দাবি করে আসছে, বর্তমানের কর কাঠামো ধূমপান হ্রাসে কোনো ভূমিকা রাখছে না। একইসঙ্গে এ পদ্ধতি তামাক কোম্পানির মুনাফা বাড়াতে সাহায্য করছে। মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, বাংলাদেশে সিগারেটের খুচরা শলাকা সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়। এ গবেষণার জন্য নির্বাচিত ৪৮টি খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রের মধ্যে ৪৮টিতেই খুচরা শলাকায় সিগারেট বিক্রি হয়। এর মধ্যে ৪৩টি দোকানে আগের চেয়ে খুচরা শলাকায় সিগারেট বিক্রির হার বেড়েছে বলে জানিয়েছেন দোকানমালিকরা। এ ৪৩টি দোকানে দৈনিক গড়ে ৩৫০.৫২টি সিগারেটের খুচরা শলাকা বিক্রি হয়। আবার এ ৪৮টি খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রের মধ্যে ৩টিতে ২০ শলাকার সিগারেটের প্যাকেট বেশি বিক্রি হয় বলে পরিচালিত জরিপে উঠে এসেছে। বিক্রয়কেন্দ্র ৩টি ডিসি ও আদালত এলাকায় হওয়ায় সেখানে স্বচ্ছল ক্রেতা তুলনামূলক বেশি আসায় ২০ শলাকার প্যাকেট সিগারেট বিক্রি বেশি বলে জানিয়েছেন দোকানিরা। এ তিনটি বিক্রয়কেন্দ্রের দৈনিক ২০ শলাকার প্যাকেট সিগারেট বিক্রির পরিমাণ ৮.৮৩টি। অন্যদিকে ৪৮টি বিক্রয়কেন্দ্রের মধ্যে মাত্র দুইটিতে অন্যগুলোর তুলনায় ১০ শলাকার প্যাকেট সিগারেট বিক্রি বেশি। তারা দৈনিক গড়ে ১০.৭৩টি ১০ শলাকার প্যাকেট সিগারেট বিক্রি করে। তবে দেশব্যাপী ১২ শলাকার প্যাকেট সিগারেটের বিক্রি বাড়েনি। ৪৮টি বিক্রয়কেন্দ্রের মধ্যে মাত্র ৪টিতে গড়ে প্রতিদিন ২ দশমিক ৬৫টি ১২ শলাকার প্যাকেট সিগারেট বিক্রি হয়।

অন্যদিকে বাজেটে প্রতিবছর ফিল্টারযুক্ত বিড়ি উৎপাদনের ব্যবস্থা রেখে আলাদা দাম নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের এ জরিপে সারাদেশের কোথায়ও ফিল্টারযুক্ত বিড়ি পাওয়া যায়নি।

তবে ৪৮টি বিক্রয়কেন্দ্রের মধ্যে ৩৭টিতে ফিল্টারহীন বিড়ি বিক্রয় হয় বলে জরিপে উঠে এসেছে। তবে ফিল্টারহীন বিড়ির ৮ শলাকা, ১২ শলাকা ও ২৫ শলাকার প্যাকেটে আলাদা আলাদা কর নির্ধারণ করা থাকলেও আমাদের গবেষণার তথ্যে দেখা গেছে, ৮ শলাকার কোনো বিড়ি বাজারে বিক্রি হয় না। আবার ১২ শলাকার বিড়ির প্যাকেটও অনেক কম বিক্রি হয়। ৩৭টি বিক্রয়কেন্দ্রে দৈনিক গড়ে ০.৬৫ প্যাকেট ১২ শলাকার বিড়ির প্যাকেট বিক্রি হয়। কোনো বিক্রয়কেন্দ্রেই ১২ শলাকার বিড়ির প্যাকেট বিক্রির হার বাড়েনি। তবে ৩৭টি বিক্রয়কেন্দ্রের মধ্যে ২৮টিতে ২৫ শলাকার প্যাকেট বিড়ির বিক্রি আগের তুলনায় বেড়েছে। এই ২৮টি বিক্রয়কেন্দ্রে দৈনিক ১৫.৩২টি প্যাকেট বিক্রি হয়। এছাড়া ৩৭টি বিক্রয়কেন্দ্রের মধ্যে ৯টিতে বিড়ির খুচরা শলাকা বিক্রি বেড়েছে। এ ৯টি বিক্রয়কেন্দ্রে দৈনিক গড়ে ৮৭.৫৭ শলাকা বিড়ি বিক্রি হয় বলে গবেষণার তথ্যে উঠে এসেছে। একইসঙ্গে এ ৯টি বিক্রয়কেন্দ্রে ১ শলাকা ছাড়াও বিশেষ ছাড়ে খুচরা শলাকায় বিড়ি বিক্রি হয়।

৪৮টি বিক্রয়কেন্দ্রে মোট ৩৩টি ব্যান্ডের সিগারেট বিক্রি হয় বলে জরিপে উঠে এসেছে। এর মধ্যে অতিউচ্চস্তরের সিগারেট ৬টি, উচ্চস্তরের ৯টি, মধ্যমস্তরের ৪টি ও নিম্নস্তরের ১২টি। এছাড়া জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত নয় এমন ২টি ব্যান্ডের সিগারেটও পাওয়া গেছে। যেগুলো নিম্ন স্তরের সিগারেটের চেয়ে কম মূল্যে বিক্রি হয়।

এখন দেখা প্রয়োজন সরকারের বাজেটে মূল্য বৃদ্ধির পর এসব পণ্যের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ও ভোক্তাদের ক্রেতা মূল্যে কতোটা প্রভাব পড়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে সিগারেটের চারটি স্তরের মধ্যে নিম্নস্তরের ১০ শলাকার দাম ৩৯ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর আগে এই ১০ শলাকার দাম ছিল ৩৭ টাকা ছিল। মধ্যম স্তরের ১০ শলাকার দাম আগের মতোই ৬৩ টাকা রাখা হয়েছে। উচ্চস্তরের ১০ শলাকার দাম ৯৩ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৯৭ টাকা এবং অতি উচ্চস্তরের ১০ শলাকার দাম ১২৩ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১২৮ টাকা রাখা হয়েছে।

অতিউচ্চস্তর

আমাদের নির্বাচিত ৪৮টি বিক্রয়কেন্দ্রে অতিউচ্চস্তরের ৬টি ব্যান্ডের মধ্যে বিএটির বেনসনের তিনটি ফ্লেভারের সিগারেট যথা–বেনসন, বেনসন সুইচ, বেনসন লাইট বিক্রির তথ্য পাওয়া গেছে। এসব বিক্রয়কেন্দ্রে এ স্তরের সিগারেটের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয় বেনসন। এটি ৪৭টি বিক্রয়কেন্দ্রে বিক্রি হয়; এছাড়া বেনসন সুইচ ও বেনসন লাইট ৫টি বিক্রয়কেন্দ্রে বিক্রি হয়। অন্যদিকে এ স্তরের মার্লবোরো সিগারেট ৭টি, ব্র্যাক ১টি ও শেখ মার্গো ৪টি বিক্রয়কেন্দ্রে বিক্রি হয়।

ব্যান্ডের নাম	অতিউচ্চস্তর, ২০ শলাকার প্যাকেট						এক শলাকার মূল্য	
	প্যাকেটের গায়ের মূল্য		দোকানদারের ক্রয় মূল্য		ক্রেতার ক্রয় মূল্য			
	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০১৯-২০	২০২০-২১
বেনসন	২৪৬	২৫৬	২৪২	২৫৬	২৬০	২৭৪	১৩	১৫
বেনসন লাইট	২৪৬	২৫৬	২৪২	২৫৬	২৫৬	২৮০	১৩	১৪-১৫
বেনসন সুইচ	২৪৬	২৫৬	২৪২	২৫৬	২৫৬	২৮০	১৩	১৪-১৫
মার্লবেরো	২৪৬	২৫৬	২৪৬	২৫৬	২৬৩	২৮০	১৩	১৪-১৫
ব্র্যাক		২৫৬		২৫৬		৩০০		১৫
শেখ মার্গো		২৫৬		২৫৬		২৬০		১৪

ব্যান্ডের নাম	অতিউচ্চস্তর, ১২ শলাকার প্যাকেট						এক শলাকার মূল্য	
	প্যাকেটের গায়ের মূল্য		দোকানদারের ক্রয় মূল্য		ক্রেতার ক্রয় মূল্য			
	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০১৯-২০	২০২০-২১
বেনসন	১৪৭.৬	১৫৩.৬	১৪৬	১৫৩.৬	১৫৭	১৬৫	১৩	১৫
বেনসন লাইট								
বেনসন সুইচ		১৫৩.৬		১৫৩.৬		১৬৫		১৪-১৫
মার্লবেরো	পাওয়া যায়নি							
ব্র্যাক	পাওয়া যায়নি							
শেখ মার্গো		১৫৩.৬		১৫৩.৬		১৫৭		১৪

ব্যান্ডের নাম	অতিউচ্চস্তর, ১০ শলাকার প্যাকেট						এক শলাকার মূল্য	
	প্যাকেটের গায়ের মূল্য		দোকানদারের ক্রয় মূল্য		ক্রেতার ক্রয় মূল্য			
	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০১৯-২০	২০২০-২১
বেনসন	পাওয়া যায়নি							
বেনসন লাইট	পাওয়া যায়নি							
বেনসন সুইচ	পাওয়া যায়নি							
মার্লবেরো	পাওয়া যায়নি							
ব্র্যাক	পাওয়া যায়নি							
শেখ মার্গো	পাওয়া যায়নি							

অতিউচ্চস্তরের সিগারেটে ১০ শলাকার মূল্য ১২৩ টাকা থেকে চলতি অর্থবছরে ১২৮ টাকায় নির্ধারণ করা হলেও কোথাও এ স্তরের ১০ শলাকা সিগারেট বিক্রির তথ্য পাওয়া যায়নি। বাজারে এ স্তরের যেসব সিগারেট পাওয়া গেছে তার সবই ১২ ও ২০ শলাকার প্যাকেট। বাজেট অনুযায়ী মূল্য বৃদ্ধি করে বেনসন সিগারেটের ২০ শলাকার প্যাকেটের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য উল্লেখ করা হয়েছে ২৫৬ টাকা। খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রের দোকানিরাও কোম্পানির কাছ থেকে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যেই প্রতি প্যাকেট সিগারেট ক্রয় করেন। তবে তারা প্রতি প্যাকেট বেনসন গড়ে ২৭৪ টাকায় বিক্রি করেন এবং ১ শলাকা বিক্রি করেন ১৫ টাকায়। যেটা গত অর্থবছরে ২০ শলাকা ছিলো গড়ে ২৪৬ টাকা এবং ১ শলাকা ছিলো ১৩ টাকা। ফলে ২৭৪ টাকায় ২০ শলাকা বিক্রি করলেও খুচরা বিক্রয়কেন্দ্র থেকে এ স্তরের সিগারেট সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে ৮.৯৮ শতাংশ বেশি দামে বিক্রি করা হচ্ছে। যেটা গত অর্থবছরের চেয়েও ১১.৬০ শতাংশ বেশি। এদিকে ২০ শলাকার বেনসন ৪৮টি বিক্রয়কেন্দ্রের মধ্যে ৪৭টিতেই বিক্রি হয় এবং ১২ শলাকার বেনসন বিক্রি হয় ২০টি বিক্রয়কেন্দ্রে।

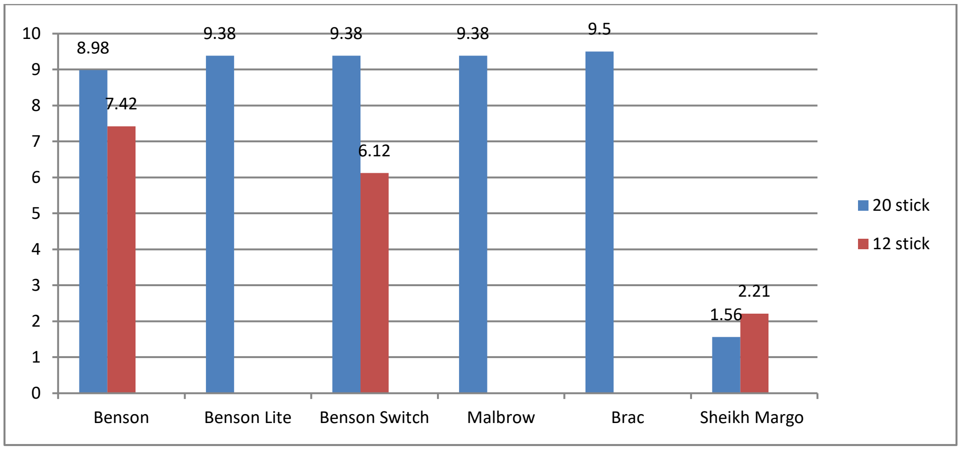

অতিউচ্চস্তরে সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয় মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রির হার

অন্যদিকে ৪৮টি বিক্রয়কেন্দ্রে বিক্রি হওয়া বেনসনের অন্য দুটি ফ্লেভারের সিগারেট হলো বেনসন লাইট ও বেনসন সুইচ। এই দুটি সিগারেটেরই ২০ শলাকার সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয়মূল্য এবং বিক্রয়কেন্দ্রের ক্রয় মূল্য ২৫৬ টাকা হলেও তারা ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করে গড়ে ২৮০ টাকা করে। যা সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে ৯.৩৮ শতাংশ বেশি। এ দুইটি ব্যান্ডের সিগারেট ৫টি বিক্রয়কেন্দ্রে পাওয়া গেলেও বেনসন লাইটের ১০ ও ১২ শলাকার সিগারেট কোনো বিক্রয়কেন্দ্রেই পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে বেনসন সুইচের ১০ শলাকার সিগারেট কোনো বিক্রয়কেন্দ্রে পাওয়া না গেলেও ১২ শলাকার সিগারেট পাওয়া গেছে ৩টি বিক্রয়কেন্দ্রে। এই দুটি ব্যান্ডেরই ২০ শলাকা সিগারেটের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য গত অর্থবছরের তুলনায় মাত্র ৩.৯১ শতাংশ এবং প্রকৃত খুচরা মূল্য ৮.৫৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া বর্তমানে ১ শলাকা সিগারেটের বিক্রয় মূল্য ১৪ থেকে ১৫ টাকা। যেটা গত অর্থবছরে ছিলো ১৩ টাকা। অন্যদিকে বেনসন ও বেনসন সুইচের ১২ শলাকার সিগারেটের বাজেট অনুযায়ী সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ১৫৩.৬ টাকা। খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রের মালিকরা সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যে ক্রয় করলেও বিক্রি করে ১৬৫ টাকায়। ৪৮টি বিক্রিয়কেন্দ্রের কোনোটিতে বেনসন লাইটের ১২ শলাকার প্যাকেট পাওয়া যায়নি।

অন্য তিনটি অতিউচ্চস্তরের ব্যান্ডের সিগারেট ফিলিপ মরিসের মার্লবেরো, জাপান টোব্যাকোর ব্র্যাক ও আকিজ গ্রুপের শেখ মার্গোর মধ্যে মার্লবেরোর খুচরা বিক্রয় মূল্য বেনসন লাইট ও সুইচের মতই। এর শেখ মার্গো ছাড়া অন্যদের ১০ ও ১২ শলাকার সিগারেট পাওয়া যায়নি। তবে ২০ শলাকার সিগারেট পাওয়া গেছে ৭টি বিক্রয়কেন্দ্রে। ২০ শলাকার প্যাকেটে গত অর্থবছরের তুলনায় চলতি অর্থবছরে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য বেড়েছে মাত্র ৩.৯১ শতাংশ। কিন্তু ক্রেতাদেরকে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে ৯.৩৮ শতাংশ বেশি দামে কিনতে হচ্ছে। অন্যদিকে ব্র্যাক ও শেখ মার্গো সিগারেটটি এ অর্থবছরেই নতুন বাজারে এসেছে। এর মধ্যে ব্র্যাক মাত্র ১টি বিক্রয়কেন্দ্রে এবং শেখ মার্গো ৪টি বিক্রয়কেন্দ্রে পাওয়া গেছে। ব্র্যাক ও মার্গো ব্যান্ডের সিগারেট দোকানমালিকরা প্যাকেটে উল্লিখিত সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয় মূল্য ২৫৬ টাকায় ক্রয় করলেও বিক্রয় করে যথাক্রমে ৩০০ টাকা ও ২৬০ টাকায়। যা সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি। শেখ মার্গোর ১২ শলাকার প্যাকেটের সর্বোচ্চ বিক্রয় মূল্য ১৫৩.৬ টাকা। তবে ভোক্তাদের কাছে ১৫৭ টাকায় বিক্রি করেন খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রের মালিকরা। মার্গোর ১ শলাকার মূল্য ১৪ টাকা হলেও ব্র্যাকের ১ শলাকার মূল্য ১৫ টাকা বলে জানিয়েছেন খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রের মালিকরা। তবে এ স্তরের সিগারেটের ওপর বাজেটে যে হারে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে সেটা কোনোভাবেই ভোক্তাদের ওপর প্রভাব ফেলতে পারেনি।

উচ্চস্তর

আমরা আগেই জেনেছি, বাজেটে উচ্চস্তরের ১০ শলাকার দাম ৯৩ টাকা থেকে বাড়িয়ে চলতি অর্থবছরে করা হয়েছে ৯৭ টাকা। ৪৮টি বিক্রয়কেন্দ্রের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এ স্তরের সিগারেটের বাজার বিএটি ও আমদানি করা কিছু বিদেশি কোম্পানির দখলে। বিএটি'র উচ্চস্তরের যথাক্রমে গোল্ডলিফ, গোল্ডলিফ লাইট, গোল্ডলিফ সুইচ ও ক্যাপিস্টন নামে ৪টি ব্যান্ডের সিগারেট রয়েছে। এর মধ্যে গোল্ডলিফ ৪৮টি বিক্রয়কেন্দ্রের মধ্যে ৪৭টিতে পাওয়া গেছে। এ স্তরের কোনো ব্যান্ডেরই ১০ শলাকার প্যাকেট নেই। ফলে গোল্ডলিফ সুইচ ও লাইটের ১০ শলাকা কোনো বিক্রয়কেন্দ্রে পাওয়া না গেলেও ১২ শলাকার যথাক্রমে ৩টি ও ১টি বিক্রয়কেন্দ্রে পাওয়া গেছে। আর ২০ শলাকার সিগারেট বিক্রি করে যথাক্রমে ৮ ও ২টি বিক্রয়কেন্দ্র।

ব্যান্ডের নাম	উচ্চস্তর, ২০ শলাকার প্যাকেট						এক শলাকার মূল্য	
	প্যাকেটের গায়ের মূল্য		দোকানদারের ক্রয় মূল্য		ক্রেতার ক্রয় মূল্য			
	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০১৯-২০	২০২০-২১
গোল্ডলিফ	১৮৬	১৯৪	১৮৬	১৮৬	১৯০	১৯৫	৮	১০
গোল্ডলিফ, লাইট	১৮৬	১৯৪	১৮৬	১৮৬	১৯০	১৯২.৫	৮	১০
গোল্ডলিফ, সুইচ	১৮৬	১৯৪	১৮০	১৮৬	১৯০	১৯৭	৮	১০
ক্যাপিস্টন	১৮৬	১৯৪	১৮১	১৮৬	১৯২	২০০	৮	১০
পাইন	১১০	১৩০	১১০	১৩০	২০০	২০০	৮	১০
ব্লাক-১	১৩০	১৫০	১৩০	১৫০	২০০	২০০	৮	১০
ব্লাক-২	১১০	১৮০	১১০	১৫০	২০০	২০০	৮	১০
গুরু	১১০	১৩০	১১০	১৩০	২০০	২০০	৮	১০
মন্ড	১১০	১৩০	১১০	১৩০	২০০	২০০	৮	১০

ব্যান্ডের নাম	উচ্চস্তর, ১২ শলাকার প্যাকেট						এক শলাকার মূল্য	
	প্যাকেটের গায়ের মূল্য		দোকানদারের ক্রয় মূল্য		ক্রেতার ক্রয় মূল্য			
	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০১৯-২০	২০২০-২১
গোল্ডলিফ	১১১.৬	১১৬.৪	১১১.৬	১১২	১২০	১২০	৮	১০
গোল্ডলিফ, লাইট	১১১.৬	১১৬.৪	১১১.৬	১১২	১২০	১২০	৮	১০
গোল্ডলিফ, সুইচ	পাওয়া যায়নি							
ক্যাপিস্টন	পাওয়া যায়নি							

পাইন	পাওয়া যায়নি							
ব্লাক-১	পাওয়া যায়নি							
ব্লাক-২	পাওয়া যায়নি							
গুরু	পাওয়া যায়নি							
মন্ড	পাওয়া যায়নি							

ব্যান্ডের নাম	উচ্চস্তর, ১০ শলাকার প্যাকেট						এক শলাকার মূল্য	
	প্যাকেটের গায়ের মূল্য		দোকানদারের ক্রয় মূল্য		ক্রেতার ক্রয় মূল্য			
	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০১৯-২০	২০২০-২১
গোল্ডলিফ	পাওয়া যায়নি							
গোল্ডলিফ, লাইট	পাওয়া যায়নি							
গোল্ডলিফ, সুইচ	পাওয়া যায়নি							
ক্যাপিস্টন	পাওয়া যায়নি							
পাইন	পাওয়া যায়নি							
ব্লাক-১	পাওয়া যায়নি							
ব্লাক-২	পাওয়া যায়নি							
গুরু	পাওয়া যায়নি							
মন্ড	পাওয়া যায়নি							

গোল্ডলিফের ২০ শলাকার সিগারেটের প্যাকেট বাজেট অনুযায়ী সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ১৯৪ টাকা থাকলেও দোকানমালিকরা কোম্পানির কাছ থেকে ক্রয় করে ১৮৬ টাকায়। আর তারা বিক্রি করে ১৯৫ টাকায়। যা সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে ৩.০৯ শতাংশ বেশি। যেটা গত অর্থবছরের চেয়ে ৫.২৬ শতাংশ বেশি।

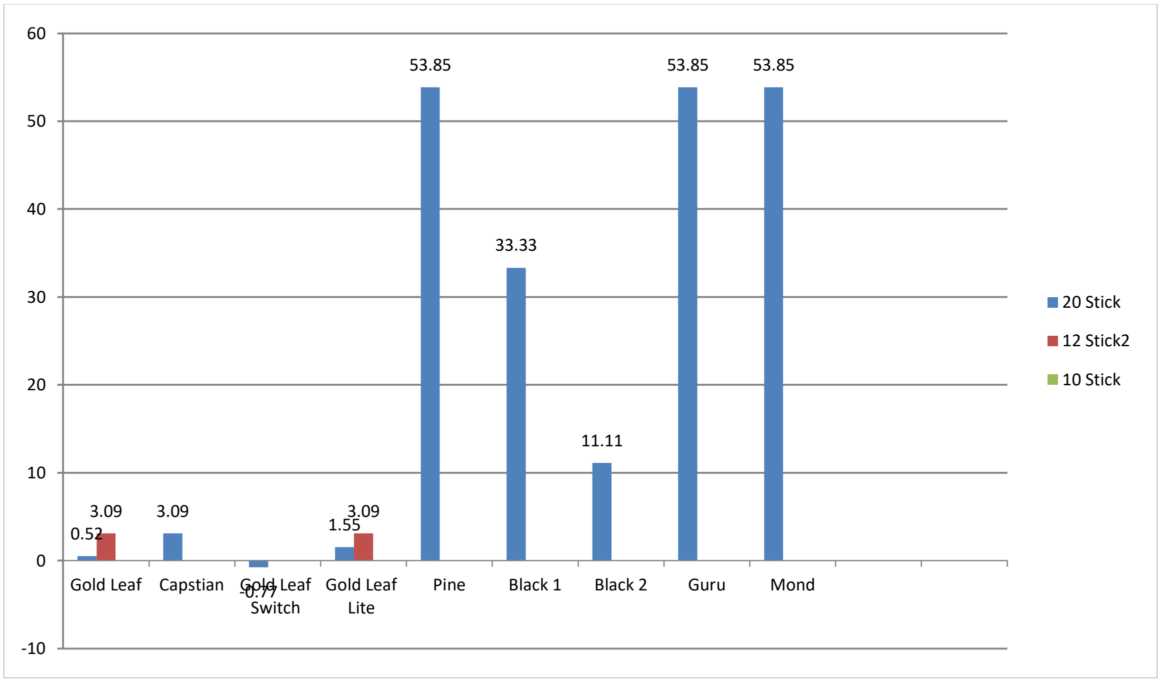

উচ্চ স্তরে সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয় মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রির হার

২০১৯-২০ অর্থবছরে বিএটির এ সিগারেটের প্রতি প্যাকেটের সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয় মূল্য ছিলো ১৮৬ টাকা। এই হিসেবে প্রতি শলাকা সিগারেটের মূল্য ছিলো ৯ টাকা ৩০ পয়সা। কিন্তু খুচরা বিক্রেতারা প্রতি শলাকা ১০ টাকায় বিক্রি করেছে। কারণ খুচরা বিক্রেতারা বিএটি'র কাছ থেকে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ১৮৬ টাকাতেই প্রতি প্যাকেট সিগারেট ক্রয় করে। ফলে খুচরা বিক্রির ক্ষেত্রে ১০ টাকার কম বিক্রি করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এদিকে চলতি অর্থবছরে এ স্তরের সিগারেটের প্যাকেটে ৮ টাকা বাড়িয়ে ১৯৪ নির্ধারণ করলেও বিএটি খুচরা বিক্রেতাদের কাছে দাম না বাড়িয়ে গত বছরের ন্যায় এবারো ১৮৬ টাকা হারেই বিক্রি করছে। ফলে খুচরা বিক্রেতারাও ক্রেতাদের কাছে পূর্বের মতো ১০ টাকা প্রতি শলাকা বিক্রি করছে। এতে সরকার যে হারে দাম বাড়িয়েছে সেটাতে বিক্রেতা বা ক্রেতাদের মধ্যে কোনো প্রভাবই পড়েনি। বিএটি এই একই নীতি এ স্তরের ক্যাপিস্টানসহ গোল্ডলিফের অন্য ফ্লেভারের ব্যান্ডের সিগারেটের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে। ফলে প্রতি শলাকার ওপর নির্দিষ্ট হারে করারোপ না করলে এভাবেই নানা উপায়ে ব্যবসায় মুনাফা বাড়িয়ে চলেছে বিএটি।

গত অর্থবছরের তুলনায় গোল্ডলিফ ও ক্যাপিস্টানের ২০ শলাকায় সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয় মূল্য ৪.৩০ শতাংশ বাড়লেও প্রকৃত বিক্রয় মূল্য বেড়েছে ৫.২৬ শতাংশ। অর্থাৎ সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে ৩.০৯ শতাংশ বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে। আর গোল্ডলিফ লাইট ও সুইচের ২০ শলাকায় সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ৪.১২ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও লাইটের প্রকৃত বিক্রয় মূল্য বেড়েছে ৩.৫৫ ও সুইচের ১.৩০ শতাংশ। এক্ষেত্রে লাইট সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে ১.৫৫ বেশি দামে বিক্রি হলেও সুইচ বিক্রি হচ্ছে -০.৭৭ শতাংশ কম দামে। অন্যদিকে গোল্ডলিফ ও গোল্ডলিফ সুইচ লাইট ছাড়া ৪৮টি বিক্রয়কেন্দ্রের কোনোটিতে এ স্তরের কোনো ব্যান্ডের ১২ শলাকার সিগারেট পাওয়া যায়নি। গোল্ডলিফ ও গোল্ডলিফ লাইটের ১২ শলাকার সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ১১৬.৪০ টাকা হলেও একই মূল্যে ক্রয় করে ক্রেতাদের কাছে ১২০ টাকায় বিক্রি করে খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রের মালিকরা। যা সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয় মূল্যের চেয়ে ৩.৬০ টাকা বেশি!

নির্বাচিত ৪৮টি বিক্রয়কেন্দ্রে বিএটি'র এ চারটি ছাড়া বাংলাদেশে উৎপাদিত অন্য কোনো তামাক কোম্পানির উচ্চস্তরের সিগারেট পাওয়া যায়নি। তবে আমদানি করা এমন পাঁচটি ব্যান্ডের সিগারেট পাওয়া গেছে, যেগুলো এ স্তরের সিগারেটের দামের কাছাকাছি নির্ধারণ করে বিক্রি হয়। একইসঙ্গে প্রতি শলাকা উচ্চস্তরের সিগারেটের মতো ১০ টাকায় বিক্রি হয়। এ ৫টি ব্যান্ড হলো, পাইন, ব্লাক-১, ব্লাক-২, গুরু ও মন্ড। এক্ষেত্রে পাইন, গুরু ও মন্ড ব্যান্ডের ২০ শলাকার সিগারেটের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ১৩০ টাকা। এসব সিগারেট খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রগুলো ১৩০ টাকাতেই ক্রয় করলেও বিক্রি করে ২০০ টাকায়। যা সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে ৫৩.৮৫ শতাংশ বেশি। অন্যদিকে ব্লাক-১ ব্যান্ডের ২০ শলাকার সর্বোচ্চ ক্রয় মূল্য ১৫০ টাকা এবং প্রকৃত বিক্রয় মূল্য ২০০ টাকা যা সর্বোচ্চ বিক্রয় মূল্যের চেয়ে ৩৩.৩৩ শতাংশ বেশি। আর ব্লাক-২ ব্যান্ডের ২০ শলাকার সিগারেটের সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয় মূল্য ১৮০ টাকা এবং প্রকৃত বিক্রয় মূল্য ২০০ টাকা। যা সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে ১১.১১ শতাংশ বেশি কিনছে ভোক্তারা। অনেকের কাছে এটা অনেক বেশি মনে হলেও আসলে এটা ভোক্তাদের ওপর প্রভাব পড়ার জন্য যথেষ্ট নয়।

মধ্যম স্তর

২০২০-২১ অর্থবছরে সব স্তরের তামাক পণ্যের দাম বাড়ানো হলেও মধ্যম স্তরের সিগারেটের মূল্য অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। ফলে ২০১৯-২০ অর্থবছরের ন্যায় চলতি বছরেও ১০ শলাকার দাম ৬৩ টাকা। আমাদের নির্বাচিত ৪৮টি খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রে মাত্র ৪ ব্যান্ডের মধ্যম স্তরের সিগারেট বিক্রির তথ্য উঠে এসেছে। এ চার ব্যান্ড হলো, বিএটি'র স্টার, স্টার লাইট, স্টার নেক্স এবং জাপান টোব্যাকোর নেভি। এর মধ্যে স্টার সিগারেটের ১০ শলাকা ১৩টি ও ২০ শলাকা ৩০টি খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রে পাওয়া গেছে।

ব্যান্ডের নাম	মধ্যমস্তর, ২০ শলাকার প্যাকেট						এক শলাকার মূল্য	
	প্যাকেটের গায়ের মূল্য		দোকানদারের ক্রয় মূল্য		ক্রেতার ক্রয় মূল্য			
	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০১৯-২০	২০২০-২১
স্টার	১২৬	১২৬	১২৬	১২৬	১৩৪	১৩৪	৭	৭
স্টার লাইট	১২৬	১২৬	১২৬	১২৬	১৩৩	১৩৬-১৪০	৭	৭
স্টার নেক্স	১২৬	১২৬	১২৬	১২৬	১৩৩	১৩৩-১৩৫	৭	৭
নেভি	১২৬	১২৬	১২৬	১২৬	১৩৩	১৩৩-১৩৬	৭	৭

ব্যান্ডের নাম	মধ্যমস্তর, ১২ শলাকার প্যাকেট						এক শলাকার মূল্য	
	প্যাকেটের গায়ের মূল্য		দোকানদারের ক্রয় মূল্য		ক্রেতার ক্রয় মূল্য			
	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০১৯-২০	২০২০-২১
স্টার	পাওয়া যায়নি							
স্টার লাইট	পাওয়া যায়নি							
স্টার নেক্স	পাওয়া যায়নি							
নেভি	পাওয়া যায়নি							

ব্যান্ডের নাম	মধ্যমস্তর, ১০ শলাকার প্যাকেট						এক শলাকার মূল্য	
	প্যাকেটের গায়ের মূল্য		দোকানদারের ক্রয় মূল্য		ক্রেতার ক্রয় মূল্য			
	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০১৯-২০	২০২০-২১
স্টার	৬৩	৬৩	৬৩	৬৩	৬৮	৬৮	৭	৭
স্টার লাইট	৬৩	৬৩	৬৩	৬৩	৬৮	৬৮	৭	৭
স্টার নেক্স	৬৩	৬৩	৬৩	৬৩	৬৮	৬৮	৭	৭
নেভি	৬৩	৬৩	৬৩	৬৩	৬৮	৬৮	৭	৭

এছাড়া স্টার লাইটের ১০ শলাকা পাওয়া গেছে ৬টি ও ২০ শলাকা পাওয়া গেছে ৪টি খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রে। স্টার ফ্লেভারের এ স্তরের নতুন সিগারেট স্টার নেক্স এর ২০ শলাকার সিগারেট পাওয়া গেছে মাত্র ২টি খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রে। তবে ৪৮টি খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রের কোনোটিই এই তিনটি ব্যান্ডের ১২ শলাকা বিক্রি করে না। বিএটির বাইরে মধ্যম স্তরের একমাত্র সিগারেট নেভির ১০ শলাকা বিক্রি হয় ৩৪টি এবং ২০ শলাকা বিক্রি হয় ৩৩টি খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রে। তবে এসব বিক্রয়কেন্দ্রেও নেভির ১২ শলাকা বিক্রি হয় না।

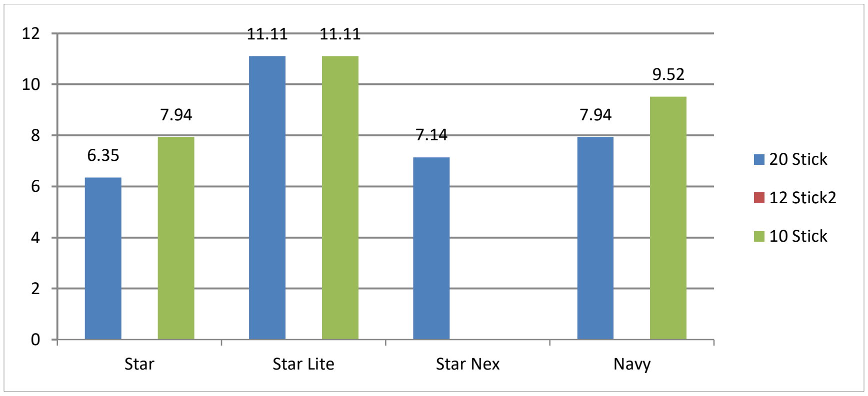

মধ্যম স্তরে সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয় মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রির হার

তবে মধ্যম স্তরের চলতি অর্থবছরে সিগারেটের মূল্য না বাড়লেও স্টার সিগারটের ১০ শলাকার প্যাকেট সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে ৭.৯৪ শতাংশ বেশি টাকা দিয়ে ভোক্তাদেরকে ক্রয় করতে হয়। আর ২০ শলাকা করতে হয় ৬.৩৫ শতাংশ বেশি টাকা দিয়ে। কারণ ১০ শলাকার সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ৬৩ টাকায় বিক্রয়কেন্দ্রের মালিকরা ক্রয় করে ৬৮ টাকায় বিক্রি করেন। অন্যদিকে ২০ শলাকার সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ১২৬ টাকায় ক্রয় করে বিক্রি করেন ১৩৪ টাকায়।

এছাড়া স্টার লাইট ১০ শলাকা ও ২০ শলাকা সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে ১১.১১ বেশি টাকায় বিক্রি করা হয়। আর স্টার নেক্স বিক্রি করা হয় ৭.১৪ শতাংশ বেশি টাকায়। অন্যদিকে জাপান টোব্যাকোর একমাত্র মধ্যম স্তরের ব্যান্ড নেভি সিগারেটের ১০ শলাকা সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে ৯.৫২ শতাংশ এবং ২০ শলাকা ৭.৯৪ শতাংশ বেশি দামে বিক্রি করা হয়। এ স্তরের প্রতি শলাকা সিগারেটের মূল্য ৭ টাকা। ফলে এ স্তরের ভোক্তাদের ওপর বাজেট কোনো প্রভাবই না ফেলায় কোম্পানি আগের মতোই তাদের ব্যবসায় মুনাফা করে চলেছে।

নিম্ন স্তর

২০২০-২১ অর্থবছরে নিম্নস্তরের ১০ শলাকা সিগারেটের দাম আগের বছরের চেয়ে মাত্র ৪ টাকা বাড়িয়ে ৩৭ টাকা থেকে ৩৯ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে আমাদের নির্বাচিত ৪৮টি বিক্রয়কেন্দ্রের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয় নিম্ন স্তরের সিগারেট। কারণ ৪৮টি বিক্রয়কেন্দ্রে মোট ১২টি ব্যান্ডের নিম্ন স্তরের সিগারেট বিক্রির তথ্য পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানির ৫টি যথাক্রমে ডার্বি, রয়েল, রয়েল নেক্স, হলিউড ও পাইলট; জাপান টোব্যাকোর ৬টি যথাক্রমে শেখ, শেখ ১০০, সাদা শেখ, রিয়েল, এল.ডি ও মোর এবং আবুল খায়ের টোব্যাকোর মেরিজ।

ব্যান্ডের নাম	নিম্নস্তর, ২০ শলাকার প্যাকেট						এক শলাকার মূল্য	
	প্যাকেটের গায়ের মূল্য		দোকানদারের ক্রয় মূল্য		ক্রেতার ক্রয় মূল্য			
	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০১৯-২০	২০২০-২১

ডার্বি	৭৪	৭৮	৭৪	৭৮	৮০	৯৫	৪	৫
রয়েল		৮৪		৮৪		১০০		৫
রয়েল নেক্স		৮৪		৮৪		১০০		৫
হলিউড	৭৪	৭৮	৭০	৭৮	৮০	১০০	৪	৫
পাইলট	৭৪	৭৮	৭০	৭৮	৮০	১০০	৪	৫
শেখ	৭৪	৭৮	৭২	৭৮	৮৫	১০০	৪	৫
শেখ ১০০		৭৮		৭৮		১০০		৫
সাদা শেখ		৭৮		৭৮		১০০		৫
এল. ডি	৭৪	৭৮	৭০	৭৮	৯৫	১০০	৪	৫
মোর	৭৪	৭৮	৬৬	৭০	৮০	৮০	৪	৪
মেরিজ	৭৪	৭৮	৭৪	৭৮	৮০	১০০	৪	৫
টপটেন	পাওয়া যায়নি							
সিনার গোল্ড	৭৪	৭৮	৩০	৩০	৪০	৪০	২	২

ব্যান্ডের নাম	নিম্নস্তর, ১২ শলাকার প্যাকেট						এক শলাকার মূল্য	
	প্যাকেটের গায়ের মূল্য		দোকানদারের ক্রয় মূল্য		ক্রেতার ক্রয় মূল্য			
	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০১৯-২০	২০২০-২১
ডার্বি	পাওয়া যায়নি							
রয়েল	পাওয়া যায়নি							
রয়েল নেক্স	পাওয়া যায়নি							
হলিউড	পাওয়া যায়নি							
পাইলট	পাওয়া যায়নি							

শেখ	পাওয়া যায়নি							
শেখ ১০০	পাওয়া যায়নি							
সাদা শেখ	পাওয়া যায়নি							
এল. ডি	পাওয়া যায়নি							
মোর	পাওয়া যায়নি							
মেরিজ	পাওয়া যায়নি							
টপটেন	পাওয়া যায়নি							
সিনার গোল্ড	পাওয়া যায়নি							

ব্যান্ডের নাম	নিম্নস্তর, ১০ শলাকার প্যাকেট						এক শলাকার মূল্য	
	প্যাকেটের গায়ের মূল্য		দোকানদারের ক্রয় মূল্য		ক্রেতার ক্রয় মূল্য			
	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০১৯-২০	২০২০-২১
ডার্বি	৩৭	৩৯	৩৭	৩৯	৪৩-৫০	৫০	৪	৫
রয়েল		৪২		৪২		৫০		৫
রয়েল নেক্স		৪২		৪২		৫০		৫
হলিউড	পাওয়া যায়নি							
পাইলট	পাওয়া যায়নি							
শেখ	৩৭	৩৯	৩৬	৩৯	৫০	৫০	৪	৫
শেখ ১০০	পাওয়া যায়নি							
সাদা শেখ	৩৭	৩৯	৩৫	৩৯	৪০	৫০	৪	৫
এল. ডি	৩৭	৩৯	৩৫	৩৯	৫০	৫০	৪	৫
মোর	৩৭	৩৯	৩৫	৩৫	৪০	৪০	৪	৪
মেরিজ	৩৭	৩৯	৩৭	৩৯	৪০	৫০	৪	৫

টপটেন	২৭	২৭	২৭	২৭	৩০	৩০	৩	৩
সিনার গোল্ড	৩৭	৩৯	১৫	১৫	২০	২০	২	২

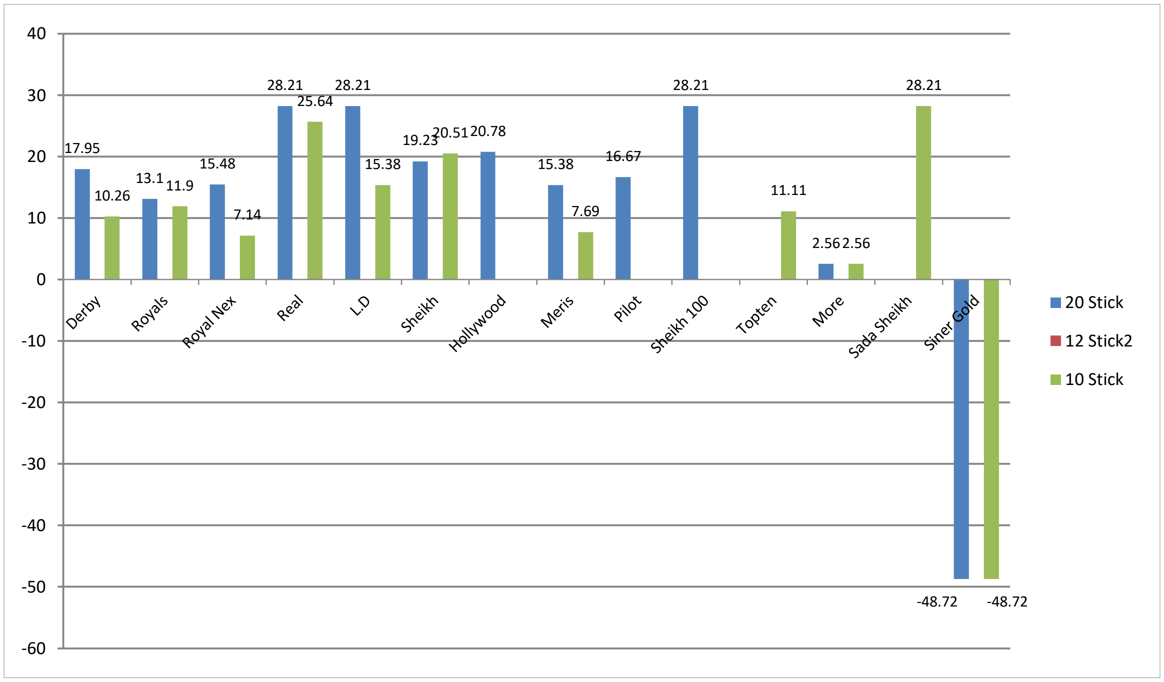

নিম্ন স্তরে সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয় মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রির হার

নিম্ন স্তরের ১২ টি ব্যান্ডের কোনোটিরই ১২ শলাকার প্যাকেট নেই। এ ব্যান্ডের সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয় ডার্বি সিগারেট। ডার্বি'র ১০ শলাকা বিক্রি হয় ১৬টি ও ২০ শলাকা বিক্রি হয় ৩৭টি বিক্রয়কেন্দ্রে। রয়েলের ১০ শলাকা ১৬টি ও রয়েল নেক্স ব্যান্ডের ১০ শলাকা পাওয়া গেছে ৩টি খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রে। এ দুটি ব্যান্ডের ১২ শলাকার সিগারেট কোনো বিক্রয়কেন্দ্রে পাওয়া না গেলেও ২০ শলাকা পাওয়া গেছে যথাক্রমে ৩৪ ও ৬টি বিক্রয়কেন্দ্রে। বিএটি'র হলিউড ও পাইলটের ১০ শলাকার সিগারেট পাওয়া যায়নি। তবে এ দুটি ব্যান্ডের ২০ শলাকা পাওয়া গেছে যথাক্রমে ৩২ ও ১৬টি বিক্রয়কেন্দ্রে।

অন্যদিকে জাপান টোব্যাকোর ৬টি ব্যান্ডের মধ্যে শেখ সিগারেটের ১০ শলাকা ২০টি ও ২০ শলাকা পাওয়া গেছে ৩৯টি বিক্রয়কেন্দ্রে। এছাড়া শেখ-১০০ ব্যান্ডের ১০ শলাকার সিগারেট কোনো বিক্রয়কেন্দ্রে পাওয়া না গেলেও ২০ শলাকা পাওয়া গেছে ৭টি বিক্রয়কেন্দ্রে। সাদা শেখ ব্যান্ডের ১০ শলাকা ও ২০ শলাকা পাওয়া গেছে ৩টি বিক্রয়কেন্দ্রে। অন্যদিকে রিয়েল ব্যান্ডের ১০ শলাকা ৪টি ও ২০ শলাকা মাত্র ১টি বিক্রয়কেন্দ্রে পাওয়া গেছে। জাপান টোব্যাকোর এল.ডি ব্যান্ডের ১০ শলাকা ৩টি ও ২০ শলাকা ৫টি বিক্রয়কেন্দ্রে এবং মোর ব্যান্ডের ৯টি ও ৬টি বিক্রয়কেন্দ্রে পাওয়া গেছে। আর আবুল খায়ের টোব্যাকোর একমাত্র ব্যান্ড মেরিজ এর ১০ শলাকা ৫টি এবং ২০ শলাকা ৮টি বিক্রয়কেন্দ্রে পাওয়া গেছে।

৪৮টি বিক্রয়কেন্দ্রের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, নিম্ন স্তরের চলতি অর্থবছরের বাজেটে সিগারেটের ১০ শলাকার সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ৩৯+ টাকা ও ২০ শলাকা ৭৮+ টাকা বলা হয়েছে। এ স্তরের ১২টির ব্যান্ডের মধ্যে

৯টির ১০ শলাকার মূল্য ৩৯ টাকা। অন্যদিকে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানির রয়েল ও রয়েল নেক্স ব্র্যান্ডের সিগারেটের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ৮৪ টাকা। রয়েল ও রয়েল নেক্স ব্র্যান্ডের সিগারেট উল্লিখিত খুচরা মূল্যে ক্রয় করেই দোকানিরা সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে রয়েল বিক্রি করেন ১৩.১০ শতাংশ (গড়ে ১০০ টাকা) এবং রয়েল নেক্স বিক্রি করেন ১৫.৪৮ শতাংশ (গড়ে ১০০ টাকা) বেশি মূল্যে!

এছাড়া নিম্ন স্তরের অন্য ১০টি ব্র্যান্ডের মোড়কে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য উল্লেখ থাকলেও সেগুলো তারচেয়ে বেশি মূল্যে ক্রেতাদের ক্রয় করতে হয়। এক্ষেত্রে ডার্বির ১০ শলাকা খুচরা মূল্যের চেয়ে ১০.২৬ শতাংশ ও ২০ শলাকা ১৭.৯৫ শতাংশ বেশি মূলে বিক্রি করা হয়। রয়েল ১০ শলাকা খুচরা মূল্যের চেয়ে বিক্রি করা হয় ১১.৯০ শতাংশ ও ২০ শলাকা ১৩.১০ শতাংশ বেশি মূলে। রয়েল নেক্স ১০ শলাকা বিক্রি করা হয় ৭.১৪ শতাংশ ও ২০ শলাকা ১৫.৪৮ শতাংশ বেশি মূল্যে। রিয়েল ১০ শলাকা বিক্রি হয় ২৫.৬৪ শতাংশ ও ২০ শলাকা ২৮.২১ শতাংশ বেশি দামে। এল.ডি. ব্র্যান্ডের ১০ শলাকা সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয় মূল্যের চেয়ে ১৫.৩৮ শতাংশ বেশি ও ২০ শলাকা ২৮.২১ শতাংশ বেশি দামে বিক্রি করা হয়। শেখ-১০০ ব্র্যান্ডের সিগারেটের ২০ শলাকাও একই দামে বিক্রি হচ্ছে। অন্যদিকে শেখ ব্র্যান্ডের ১০ শলাকা বিক্রি হয় ২০.৫১ শতাংশ ও ২০ শলাকা ১৯.২৩ শতাংশ বেশি দামে। তবে সাদা শেখ ১০ শলাকা বিক্রি হচ্ছে ২৮.২১ শতাংশ বেশি দামে। আবুল খায়ের টোব্যাকোর মেরিজ ব্র্যান্ডের সিগারেট সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে গড়ে ৭.৬৯ শতাংশ ও ২০ শলাকা শতাংশ ১৫.৩৮ বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে। ৪৮টি খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রের ১৬টিতে ২০ শলাকা বিক্রি হওয়া পাইলট ব্র্যান্ড সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে ১৬.৬৭ শতাংশ বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে। তবে অন্যদের চেয়ে তুলনামূলক কিছুটা কম মূল্যে বিক্রি হয় জাপান টোব্যাকো মোর ব্র্যান্ড। তবে এটাও সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে ২.৫৬ শতাংশ বেশি দামে বিক্রি হয়। নিম্ন স্তরের এ ১২টি ব্র্যান্ডের ১ শলাকার খুচরা মূল্য ৫ টাকা। এ স্তরের পাইলট ও হলিউড সিগারেটের ১০ শলাকার প্যাকেট পাওয়া যায়নি।

৪৮টি খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রের তথ্য বিশ্লেষণ করে নিম্ন স্তরের উল্লিখিত ১২টি ব্র্যান্ড ছাড়াও এমন দুইটি ব্র্যান্ডের সিগারেট পাওয়া গেছে যেগুলো অবৈধ বলে মনে হয়েছে। নাসির টোব্যাকো কোম্পানির টপটেন ব্র্যান্ডের সিগারেট ১০ শলাকার সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয় মূল্য ২৭ টাকা। যেটা নিম্ন স্তরে নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে ১৭ টাকা কম! গত অর্থবছরেও একই মূল্যে বিক্রি হয়েছে বলে জানিয়েছে দোকানমালিকরা। ৪৮টি বিক্রয়কেন্দ্রের মধ্যে এটি ৪টিতে বিক্রির তথ্য পাওয়া গেছে। এছাড়া অন্য ব্র্যান্ডগুলোর প্রতি শলাকার মূল্য ৫টাকা হলেও এটি ৩ টাকায় বিক্রি করা হয়। দ্বিতীয় ব্র্যান্ডটির নাম সিনার গোল্ড। এসএমটিসি নামক উৎপাদনকারী এ কোম্পানি বাজেট অনুযায়ী ২০ শলাকার মূল্য মোড়কের গায়ে ৭৮ টাকা উল্লেখ করলেও বিক্রয়কেন্দ্রের কাছে তারা বিক্রি করে মাত্র ৩০ টাকায়! আর খুচরা বিক্রেতারা সেটা বিক্রি করে ৪০ টাকায়। প্রতি শলাকা নিম্ন স্তরের অন্য ব্র্যান্ডের সিগারেট ৫ টাকায় বিক্রি হলেও সিনার গোল্ড বিক্রি হয় মাত্র ২ টাকায়। মানে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে ৪৮.৭২ শতাংশ কম। কিন্তু সার্বিকভাবে নিম্ন স্তরের সিগারেটের মূল্য কম হওয়ায় নতুন বাজেট ভোক্তাদের ওপর কোনো ধরনের প্রভাব ফেলেনি।

ফিল্টারযুক্ত বিড়ি

২০২০-২১ অর্থবছরে ফিল্টারযুক্ত বিড়ি ২০ শলাকার দাম ১৭ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৯ টাকা এবং ১০ শলাকার দাম দেড় টাকা বাড়িয়ে ১০ টাকা রাখা হয়েছে। প্রতিবছর ফিল্টারযুক্ত বিড়ির আলাদা স্তরে রেখে নাম মাত্র দাম বাড়ালেও আমাদের জরিপের জন্য নির্বাচিত ৪৮টি খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রের কোথাও ফিল্টারযুক্ত বিড়ি বিক্রি হয় না বলে জানিয়েছেন দোকানমালিকরা।

ফিল্টারহীন বিড়ি

২০২০-২১ অর্থবছরে হাতে তৈরি বা ফিল্টারবিহীন ২৫ শলাকার বিড়ির দাম ১৪ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৮ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া ১২ শলাকার বিড়ি ৬ টাকা ৭২ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ৯ টাকা এবং ৮ শলাকার বিড়ি ৪ টাকা ৪৮ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ৬ টাকা রাখা হয়েছে। তবে আমাদের জরিপে ৮ শলাকার কোনো বিড়ির প্যাকেট পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে ১২ শলাকার বিড়ির প্যাকেট পাওয়া গেছে মাত্র ১টি ব্যান্ডের।

ব্যান্ডের নাম	ফিল্টারহীন বিড়ি, ২৫ শলাকার প্যাকেট						এক শলাকার মূল্য	
	প্যাকেটের গায়ের মূল্য		দোকানদারের ক্রয় মূল্য		ক্রেতার ক্রয় মূল্য			
	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০১৯-২০	২০২০-২১
আকিজ	১৪	১৮	১৪	১৭	১৮	২০	১	১
আজিজ	১৪	১৮	১৪	১৮	১৮	২০	১	১
কারিকর	১৪	১৮	১৪	১৮	১৮	২২.৫	১	১
পাঙ্গা	১৪	১৮	১৫	১৭.৫	১৭	২০	১	১
গোপাল	১০	২০	১০	২০	১৬	২৫	১	১
আবুল	১৪	১৮	১১.৩	১৭.৮	১৫	২০	১	১
গ্রামীন	১৪	১৮	১০	১৫	১৬	২০	১	১
আলম	১৪	১৮	১০	১৮	২৫	২০	১	১
সোনালী	১৪	১৮	১০	১৮	২৫	২০	১	১
স্টার	১৪	১৮	১০	১৮	১৫	২০	১	১
রশিদা	১৪	১৮	১৪	১৭.৬	১৮	২০	১	১
মোহিনী	১৪	১৮	১৪	১৮	১৬	২০	১	১
বাবুল		১৮		১৫		২০		১
নাসির	১৪	১৮	১৪	১৮	১৮	২০	১	১
ইনতাজ	১৪	১৮	১৬	১৮	১৬	২০	১	১
শাপলা	১৪	১৮	১০	১৬	১৬	২০	১	১

ঘাসফুল	১৪	১৮	১০	১৬	১৬	২০	১	১
জনি	১৪	১৮	১০	১৬	১৬	২০	১	১
মজনু	১৪	১৮	৮	৮	১২	১২	০.৫	০.৫
নবাব	১৪	১৮	১৪	১৮	১৮	২০	১	১

ব্যান্ডের নাম	ফিল্টারহীন বিড়ি, ১২ শলাকার প্যাকেট						এক শলাকার মূল্য	
	প্যাকেটের গায়ের মূল্য		দোকানদারের ক্রয় মূল্য		ক্রেতার ক্রয় মূল্য			
	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০১৯-২০	২০২০-২১
আকিজ	পাওয়া যায়নি							
আজিজ	পাওয়া যায়নি							
কারিকর	পাওয়া যায়নি							
পাঙ্গা	পাওয়া যায়নি							
গোপাল	পাওয়া যায়নি							
আবুল	পাওয়া যায়নি							
গ্রামীন	পাওয়া যায়নি							
আলম	পাওয়া যায়নি							
সোনালী	পাওয়া যায়নি							
স্টার	পাওয়া যায়নি							
রশিদা	পাওয়া যায়নি							
মোহিনী	পাওয়া যায়নি							
বাবুল	পাওয়া যায়নি							
নাসির	পাওয়া যায়নি							

ইনতাজ	পাওয়া যায়নি							
শাপলা	পাওয়া যায়নি							
ঘাসফুল	পাওয়া যায়নি							
জনি	পাওয়া যায়নি							
মজনু	পাওয়া যায়নি							
নবাব	৬.৭২	৯	৬.৫	৯	১০	১০	১	১

নির্বাচিত ৪৮টি খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রে মোট ২১টি ব্যান্ডের ফিল্টারহীন বিড়ির তথ্য পাওয়া গেছে। এর মধ্যে আকিজ বিড়ি বিক্রি হয় ৩০টি, আজিজ বিড়ি ৮টি, কারিকর বিড়ি ৮টি, পাঙ্গা বিড়ি ৪টি, গোপাল বিড়ি ৫টি, আবুল বিড়ি ৯টি, গ্রামীন বিড়ি ৫টি, আলম বিড়ি ৪টি, সোনালী বিড়ি ৪টি, স্টার বিড়ি ৪টি, রশিদা বিড়ি ৭টি, মোহিনী বিড়ি ৩টি, বাবুল বিড়ি ৪টি, নাসির বিড়ি ৩টি এবং ইন্তাজ, শাপলা, ঘাসফুল, জনি, মজনু ও নবাব বিড়ি ১টি করে খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রে পাওয়া গেছে।

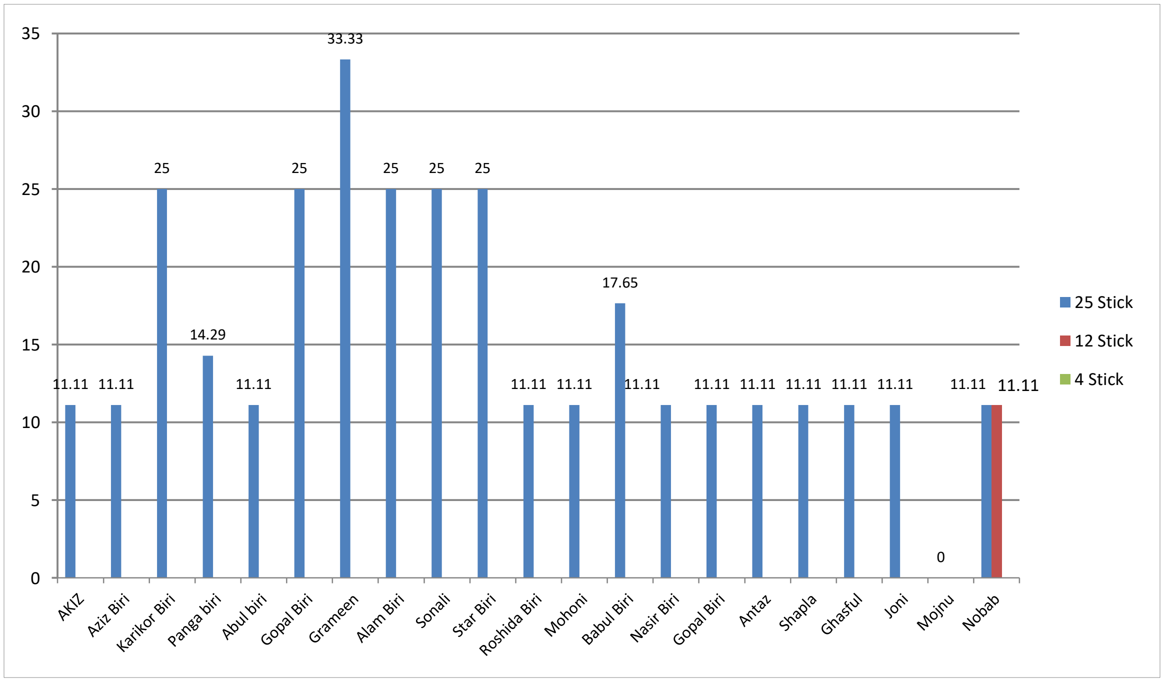

ফিল্টারহীন বিড়িতে সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয় মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রির হার

বিড়ির এ ২১টি ব্যান্ডের মধ্যে অধিকাংশ বিড়ির সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয় মূল্য ১৮ টাকা উল্লেখ থাকলেও খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রগুলোর কাছে সেগুলো ৮টায় বিক্রি করা হয়। আর ভোক্তারা এসব বিক্রয়কেন্দ্র থেকে ১২ টাকায় ক্রয় করেন। তবে মজনু বিড়ি ছাড়া বাকি সব ব্যান্ডের বিড়িই মোড়কে উল্লিখিত সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয় মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয় মূল্যের চেয়ে ২৫ শলাকা আকিজ, আজিজ ও আবুল বিড়ি ১১.১১ শতাংশ, কারিকর, আলম, সোনালী ও গোপাল বিড়ি ২৫ শতাংশ, পাঙ্গা বিড়ি ১৪.২৯ শতাংশ এবং গ্রামীন বিড়ি ৩৩.৩৩ শতাংশ বেশি মূল্য দিয়ে ক্রয় করছে ভোক্তারা।

এছাড়া কেবল নবাব বিড়ি ১২ শলাকার প্যাকেট থাকলেও কোনো ব্যান্ডেরই ৪ ও ১২ শলাকার বিড়ি পাওয়া যায়নি। খুচরা শলাকা হিসাবে মজনু বিড়ি প্রতি শলাকা মাত্র ৫০ পয়সায় বিক্রি করা হয়। বাকি অন্যান্য বিড়ির প্রতি শলাকার দাম ১ টাকা। এছাড়াও ৫ ও ১০ শলাকা আরো সাশ্রয়ী মূল্যে বিক্রি করা হয় বলেও গবেষণায় উঠে এসেছে।

৪৮টি খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, করোনার কারণে হাসপাতাল, বাসস্ট্যান্ড ও বাজার এলাকার খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রের বিক্রি কমেছে। তবে ডিসি ও কোর্ট এলাকায় সার্বিকভাবে বিক্রিতে তেমন কোনো প্রভাব পড়েনি।

সুপারিশ

১. সিগারেট বহু স্তরে না রেখে দুই স্তরে নিয়ে আসা।

২. বাজেটে উল্লিখিত স্তরের বাইরে ভিন্ন কোনো দাম নির্ধারণ করার সুযোগ না দেয়া।

৩. বাজার মনিটরিংয়ে গুরুত্ব দিয়ে ডিজিটাল পদ্ধতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

৪. প্যাকেটের মোড়কে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য বাধ্যতামূলকভাবে উল্লেখ করা। একইসঙ্গে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যে বিড়ি ও সিগারেট বিক্রি নিশ্চিত করা। নিয়ম অমান্যকারীদের শাস্তির আওতায় নিয়ে আসার পাশাপাশি পূর্ববর্তী অবৈধ ব্যবসার জন্যও মাসুল আদায় করা।

৫. বিদেশি সিগারেট দেশে প্রচলিত তামাক কর কাঠামো অনুযায়ীই বিক্রি নিশ্চিত করা। প্রয়োজনে আমদানি নিষিদ্ধ করা।

৬. ফিল্টারযুক্ত বিড়ির স্তর বন্ধ করে কেবল ২৫ শলাকার ফিল্টারহীন বিড়ি করা। একইসঙ্গে ৪ ও ১২ শলাকার ফিল্টারহীন বিড়ি বিক্রির সুবিধাও বন্ধ করা।

৭. সিগারেট ও বিড়িতে অ্যাডভেলরেম কর পদ্ধতির পাশাপাশি সুর্নির্দিষ্ট করারোপ পদ্ধতিও আরোপ করা।

৮. সিগারেট ও বিড়ির সব ধরনের খুচরা বিক্রি বন্ধ করা।

উপসংহার

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাক মুক্ত করার যে ঘোষণা দিয়েছেন সেটা বাস্তবায়নে সরকার যথেষ্ট আন্তরিক বলেই মনে হয়। তবে সেটা জন্য এখনই যেসব পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন সেটা থেকে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। ২০৪০ সালকে লক্ষ্য রেখে তামাক মুক্ত করণে জরুরিভিত্তিতে একটি তামাক করনীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার কোনো বিকল্প নেই। একইসঙ্গে দেশ ও মানুষের জীবন রক্ষার স্বার্থে অযাচিতভাবে

সরকারের তামাক নীতিতে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ বন্ধ করা প্রয়োজন। পাশাপাশি তামাক কোম্পানিতে সরকারের যে অংশীদারিত্ব রয়েছে সেটা থেকে প্রত্যাহার করে তামাক কোম্পানি থেকে রাজস্ব আদায়ের বিকল্প খাতের অনুসন্ধান করতে হবে। একইসঙ্গে তামাক চাষিদের বিকল্প কাজ হিসেবে নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করতে হবে এবং সবজি চাষে উদ্বুদ্ধ করতে সরকারকে বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে।

তথ্যসূত্র

১. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco; retrieved on 14.10.2020

২. https://bit.ly/2IE2uVa; retrieved on 14.11.2020

৩. https://bit.ly/2IE2uVa retrieved on 14.11.2020

৪. https://www.deshrupantor.com/business-print/2020/10/25/254224; retrieved on 14.11.2020

৫. https://www.deshrupantor.com/business-print/2020/10/25/254224; retrieved on 14.11.2020

৬. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco; retrieved on 14.10.2020

৭. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco; retrieved on 14.10.2020

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KGL4FHxrUTi9tVC4swFAHJBYdEvlNtnEjJyZM88AGEg/edit#gid=0